বিএআরআই
# সংবাদ
বর্ষ ২৯ সংখ্যা ৩
Visit Our Website : www.bari.gov.bd
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের ত্রৈমাসিক মুখপত্র

## কেন্দ্রীয় গবেষণা পর্যালোচনা ও কর্মসূচি প্রণয়ন কর্মশালা ২০১৭

*প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী, এমপি*

*বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখছেন কৃষিমন্ত্রণালয়ের মাননীয় সিনিয়র সচিব জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দিন আবদুল্লাহ্*

গত ১৪ অক্টোবর ''কেন্দ্রীয় গবেষণা পর্যালোচনা ও কর্মসূচি প্রণয়ন কর্মশালা ২০১৭'' এর উদ্বোধন অনুষ্ঠান বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এর কাজী বদরুদ্দোজা মিলানায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। গত অর্থ বছর যে সকল গবেষণা কর্মসূচি হাতে নেয়া হয়েছিল সেগুলোর মূল্যায়ন এবং এসব অভিজ্ঞতার আলোকে আগামী বছরের গবেষণা কর্মসূচি প্রণয়নের উদ্দেশ্যে এ কর্মশালার আয়োজন করা হয়। বিএআরআই এ পর্যন্ত ২০৮টি ফসলের হাইব্রিডসহ ৪৫০টি উচ্চ ফলনশীল, রোগ প্রতিরোধক্ষম ও বিভিন্ন প্রতিকূল পরিবেশ উপযোগী জাত এবং এগুলোর উন্নত চাষাবাদ ব্যবস্থা বিষয়ক ৪৪২টিরও বেশি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে। এসকল প্রযুক্তি উদ্ভাবনের ফলে দেশে গম, তৈলবীজ, ডালশস্য, আলু, সবজি, মসলা এবং ফলের উৎপাদন ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এ প্রযুক্তির উপযোগিতা যাচাই বাছাই ও দেশের বর্তমান চাহিদা অনুযায়ী প্রযুক্তি উদ্ভাবনের কর্মসূচি গ্রহণ করাই এ কর্মশালার প্রধান উদ্দেশ্য। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. আবুল কালাম আযাদ এর সভাপতিত্বে উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন মতিয়া চৌধুরী, এমপি, মাননীয় মন্ত্রী, কৃষি মন্ত্রণালয়। প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, কৃষিই অর্থনীতির চালিকা শক্তি। কৃষি বিজ্ঞানীদের মেধা ও শ্রমের দ্বারা ১৬ কোটি মানুষের খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন সম্ভব হয়েছে জাতির জনকের দূরদর্শীতার কারণে। বিভিন্ন কৃষি প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ের মাধ্যমে গবেষণা কার্যক্রমকে আরো গতিশীল করে কৃষকের কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্য বিজ্ঞানীদের আহবান জানান। কর্মশালায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় কৃষি সচিব জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দিন আবদুল্লাহ্ এবং *এরপর পৃষ্ঠা ৪*

## যথাযোগ্য মর্যাদায় ৭ই মার্চের ভাষণের ইউনেস্কোর স্বীকৃতি উদ্‌যাপন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ "ইন্টারন্যাশনাল মেমোরি অব দ্যা ওয়ার্ল্ড" রেজিস্ট্রার এ অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে বিশ্বপ্রামাণ্য ঐতিহ্যের স্বীকৃতি লাভের অসামান্য অর্জনকে সারা দেশের ন্যায় গত ২৫ নভেম্বর ২০১৭ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটে উদ্‌যাপন করা হয়। ইউনেস্কো সারা পৃথিবীর সভ্যতা সংস্কৃতির স্মারক থেকে অতি মূল্যবান বিষয় গুলোকে বিশ্ব সংস্কৃতির অঙ্গ হিসেবে ঘোষণা করে যা হয়ে ওঠে বিশ্বসম্পদ, যা রক্ষা করার দায়িত্ব তখন সবার ওপরই বর্তায়। এ কার্যক্রমের একটি শাখা 'মেমোরি অব দি ওয়ার্ল্ড' [এমওডব্লিউ]। এই কর্মসূচির অধীনে বিশ্ব সভ্যতার নথিপত্র-এর একটি তালিকা প্রণয়ন করা হয়। এগুলিকে মনে করা হয় বিশ্ব ইতিহাস নির্মাণের অন্যতম দলিল। *এর পর পৃষ্ঠা ৬*

*জাতির জনকের প্রতিকৃতিতে পুষ্প স্তবক অর্পণ করছেন বিএআরআই মহাপরিচালক ড. আবুল কালাম আযাদ*

বিএআরআই
# সংবাদ
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের ত্রৈমাসিক মুখপত্র

## সম্পাদকীয়

৭ই মার্চের ভাষণ আমাদের জাতীয় জীবনে অমূল্য সম্পদ। দেশ কাল পাত্র ভেদে সারা পৃথবীর তা অমূল্য সম্পদ। পুরো জাতি এক কাতারে শামিল হয়েছিল সে ভাষণের মাধ্যমে। বীর বাঙ্গালি একটি ভাষণ শুনে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। এই ভাষণের মাধ্যমে আসে স্বাধীনতা। জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতিবিষয়ক সংস্থা ইউনেস্কো প্যারিসে অনুষ্ঠিত এর দ্বিবার্ষিক সম্মেলনে ৩০ অক্টোবর ২০১৭ তারিখ বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণকে 'বিশ্ব ঐতিহ্য দলিল' হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে তা সংস্থাটির 'মেমোরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড ইন্টারন্যাশনাল রেজিস্ট্রার' অন্তর্ভূক্ত করেছে। ১৫ সদস্যবিশিষ্ট একটি আন্তর্জাতিক উপদেষ্টা-বিশেষজ্ঞ কমিটি কর্তৃক দু'বছর ধরে প্রামাণ্য দালিলিক যাচাই-বাছাই শেষে ইউনেস্কোর মহাপরিচালকের সম্মতিক্রমে এটি সংস্থার নির্বাহী কমিটি কর্তৃক চূড়ান্তভাবে গৃহীত হয়। দীর্ঘ ৪৬ বছর পর হলেও জাতিসংঘের মতো বিশ্ব সংস্থার এ সিদ্ধান্ত নি:সন্দেহে একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। এর ফলে বাঙালি ইতিহাসের মহানায়ক, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বাংলাদেশ সৃষ্টির প্রণোদনা সৃষ্টিকারী ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ মানবজাতির মূল্যবান ও ঐতিহ্যপূর্ণ সম্পদ হিসেবে স্বীকৃত ও গৃহীত হল। স্বাধীনতার জন্য আত্মোৎসর্গকৃত ৩০ লাখ শহীদ আর সম্ভ্রম হারানো কয়েক লাখ মা- বোনসহ আমাদের সবার জন্য এটি এক মহা- আনন্দ ও বিরল সম্মানের বিষয়। স্মর্তব্য, ১৯৯৯ সালে ইউনেস্কো আমাদের একুশে ফেব্রুয়ারি মহান ভাষা শহীদ দিবসকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। ফলে এখন বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর নিজ ভাষার অধিকার সংরক্ষণের প্রতীক হিসেবে দিবসটি পালিত হচ্ছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ওই ভাষা আন্দোলনে শুধু সংগঠকের ভূমিকাই পালন করেননি, তিনি ছিলেন এ আন্দোলনের প্রথম কারাবন্দিদের অন্যতম।

১৯৯২ সাল থেকে ইউনেস্কো বিশ্ব ঐতিহ্য সম্পদের স্বীকৃতি ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে আসছে। এর লক্ষ্য- উদ্দেশ্য হচ্ছে, ইউনেস্কোর মহাপরিচালক ইরিনা বকোভার কথায়, আমি গভীর ও দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, দালিলিক ঐতিহ্য ও স্মৃতি সংরক্ষণে এ কর্মসূচি পরিচালিত হওয়া উচিত, যাতে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্ম সংলাপ, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা, পারস্পরিক বোঝাপড়া ও শান্তির চেতনা লালন করতে পারে। যুদ্ধবিগ্রহ, লুণ্ঠন, অপরিকল্পিত উন্নয়ন ইত্যাদি কারণে দেশে দেশে বিশ্ব ঐতিহ্য বিনষ্ট বা ধ্বংসপ্রাপ্ত হচ্ছে। আবার সম্পদের অপ্রতুলতার কারণেও যথাযথভাবে তা সংরক্ষণ করা সম্ভব হচ্ছে না। সে কারণেও তা বিনষ্ট বা বিস্মৃতির অতল গহ্বরে হারিয়ে যাচ্ছে। এসব দিক বিবেচনায় ইউনেস্কোর এ কর্মসূচির গুরুত্ব অপরিসীম। ■

# বিএআরআই-এ ১৯৯২ সালের ১ সেপ্টেম্বর যোগদানকারী বিজ্ঞানীদের রজত জয়ন্তী উদ্‌যাপন

*বিএআরআই মহাপরিচালক, পরিচালকবৃন্দ সহ ১৯৯২ সালে যোগদানকারী বিজ্ঞানীবৃন্দ*

১৯৯২ সালের ১ সেপ্টেম্বর বিএআরআই-এ যোগদানকারী বিজ্ঞানীদের ৩১শে আগস্ট, ২০১৭ এ ২৫ বৎসর পূর্তীতে রজত জয়ন্তী উদ্‌যাপন অনুষ্ঠান বিএআরআই এ এক নতুন সংযোজনা। অনুষ্ঠানটি ১৯ অক্টোবর, ২০১৭ এ বিএআরআই এর সেমিনার রুমে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. আবুল কালাম আযাদ, মহাপরিচালক, বিএআরআই এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মো. শোয়েব হাসান, পরিচালক, পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন উইং; ড. বীরেশ কুমার গোস্বামী, পরিচালক, সেবা ও সরবরাহ উইং; ড. মো. লুৎফর রহমান, পরিচালক, গবেষণা উইং এবং ড. পরিতোষ কুমার মালাকার, পরিচালক, প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ উইং, বিএআরআই, জয়দেবপুর, গাজীপুর। অনুষ্ঠানটি পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে শুরু হয়ে উপস্থিত সকলেই ব্যক্তি এবং পারিবারিক জীবনের গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তগুলো তুলে ধরেন। তারপর, অনেকেই চাকুরী জীবনে ফেলে আসা ২৫ বছরের স্মৃতি চারণ করেন। অনুষ্ঠানে প্রত্যেক বিজ্ঞানীকে সম্মাননা স্মারক প্রদান করা হয়। এ ধরনের একটি নতুন অনুষ্ঠানের আয়োজন করার জন্য প্রধান অতিথি মহোদয় সকলকে অভিনন্দন জানান এবং সেই সাথে তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, এ অনুষ্ঠান প্রমাণ করে যে, এ ব্যাচের প্রত্যেকে একে অপরের প্রতি ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত, যা নতুন কিছু সৃষ্টিতে সহায়ক ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে। পরিশেষে নৈশ ভোজ পরবর্তী এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এ অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, ১৯৯২ সালের ১ সেপ্টেম্বর বিএআরআইতে ৮৮ জন বিজ্ঞানী যোগদান করলেও ঐ ব্যাচের আর মাত্র ২৫ জন বিজ্ঞানী বর্তমানে কর্মরত, যাদের মধ্যে একজন সিএসও এবং অন্যরা সব পিএসও হিসেবে কর্মরত বাকি ৬৩ জনের কেউ কেউ চাকুরী ছেড়ে বিদেশে পাড়ি দিয়েছেন আবার কেউ কেউ অন্য চাকুরীতে চলে গেছেন। বর্তমানে কর্মরত এ ব্যাচের প্রত্যেকেই তাদের নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে চলেছেন। ব্যতিক্রমধর্মী এই সুন্দর অনুষ্ঠানটির মূল সঞ্চালকের ভূমিকায় ছিলেন ড. মো. ওমর আলী, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, ডাল গবেষণা উপ-কেন্দ্র, বিএআরআই, জয়দেবপুর, গাজীপুর। ■

বিএআরআই সংবাদ
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের ত্রৈমাসিক মুখপত্র

# বিশ্ব খাদ্য দিবস

*বিএআরআই স্টল পরিদর্শন করছেন মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের, এমপি এবং মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী, এম পি*

*বিএআরআই স্টলের সামনে মহাপরিচালক মহোদয়ের সঙ্গে বিজ্ঞানীবৃন্দ*

কৃষি মন্ত্রণালয় ও এফএও এর উদ্যোগে প্রতি বছরের মতো এ বছরও ১৬ অক্টোবর বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও যথাযথ গুরুত্বসহকারে পালিত হচ্ছে বিশ্ব খাদ্য দিবস ২০১৭। এবারের বিশ্ব খাদ্য দিবসের প্রতিপাদ্য- "অভিবসনের ভবিষ্যৎ বদলে দাও, খাদ্য নিরাপত্তা ও গ্রামীণ উন্নয়নে বিনিয়োগ বাড়াও।" এ দিবস উপলক্ষে ঢাকা ছাড়াও দেশের জেলা উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। জাতীয় পর্যায়ে ঢাকায় সকাল ১০:০০ টায় সংসদ ভবনের দক্ষিণ পাজা থেকে স্কুলের ছাত্রছাত্রীসহ সর্বস্তরের জনগণের অংশগ্রহণে বর্ণাঢ্য র‍্যালি, সরকারি বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণে ফার্মগেটস্থ বিএআরসি চত্বরে ১৬-১৮ অক্টোবর তিনদিনব্যাপী খাদ্যমেলা। এছাড়াও বিশ্ব খাদ্য দিবস ২০১৭ উপলক্ষে বেতার ও টেলিভিশনে বিশেষ অনুষ্ঠান সম্প্রচার, মাসিক কৃষিকথার বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ, জাতীয় দৈনিকে বিশেষ ক্রোড়পত্র, পোস্টার প্রকাশনা ও বিতরণ, মোবাইল ফোনে এসএমএস-এর মাধ্যমে সর্বস্তরের জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়েছে। মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের এমপি প্রধান অতিথি হিসেবে খাদ্যমেলা ও সেমিনারের উদ্বোধন করেন। কৃষি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুলাহ্ এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির মাননীয় সভাপতি মো. মকবুল হোসেন, এমপি, আব্দুল মান্নান, এমপি, কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. ভাগ্য রানী বণিক প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী বলেন, আমাদের প্রতি বছর শতকরা ১০-১৫ ভাগ খাদ্য ঘাটতি ছিলো। যা বিদেশ থেকে আমদানি করা হতো। আজ আমরা খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং চাল রপ্তানিও করছি। আগে আমরা এক কোটি দশ লাখ মে. টন খাদ্য উৎপাদন করতাম। এখন তিন কোটি আশি লাখ মে. টন উৎপাদন করছি। অথচ আমাদের কৃষি জমি কমেছে। এসব সম্ভব হয়েছে কৃষি বিজ্ঞানীদের আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে। তিনি আরও বলেন, আমাদের খাদ্যের গুণগত পরিবর্তন হয়েছে। পুষ্টিকর খাবার গ্রহণের ক্ষেত্রেও পরিবর্তন আসছে। আমাদের গবেষণায় যে উদ্দীপনা আছে, তাতে করে আমরা কৃষি উৎপাদন আরো বাড়াতে পারবো। বিশেষ অতিথির বক্তব্যে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে আমাদের কৃষি আজ চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। আমাদের জমি কমছে, মানুষ বাড়ছে। আমাদের কৃষি বিজ্ঞানীরা অক্লান্ত পরিশ্রম করে নতুন নতুন জাত উদ্ভাবন করছেন। পাশাপাশি সরকার গবেষণার ক্ষেত্রে প্রণোদনাও দিচ্ছে। বিজ্ঞানীগণ ব্রিডিং, মিউটেশন ও জৈব প্রযুক্তি ব্যবহার করে বন্যা, খরা, জলোচ্ছাস ও লবণ সহিষ্ণু জাত উদ্ভাবন করতে সক্ষম হয়েছে। হাইব্রিডের বিষয় উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, দেশে হাইব্রিড ফসল চাষ হোক তাও এক সময় কেউ চায়নি। আমরা হাইব্রিডকে অনুমোদন দিয়েছি, যার সুফল জনগণ এখন পাচ্ছে। হাইব্রিড ফসল বর্তমানে খাদ্য চাহিদা পূরণে বড় অবদান রাখছে। এখন আমরা জিএমও ফসল উৎপাদনের দিকে যাবো। আমরা সম্ভাব্য সকল ক্ষতি পরিহার করেই জিএমও নিব। উৎপাদন ক্ষেত্রেও সাবধানতা অবলম্বন করা হবে। মাননীয় কৃষিমন্ত্রী আরও বলেন, সার, বীজ, কীটনাশক কৃষকের কাছে সহজলভ্য হয়েছে। সরকার যথাসময়ে এসব উপকরণ পৌঁছে দিচ্ছে বলেই আমাদের উৎপাদন বেড়েছে। আজকে ১৬ কোটি মানুষের দেশে আমরা চাল রপ্তানিকারক দেশে পরিণত হয়েছি এবং বছরে ২ লাখ মে. টন চাল রপ্তানির সক্ষমতা অর্জন করেছি। সরকার উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি ন্যায্যমূল্যও নিশ্চিত করেছে। এবারে খাদ্য মন্ত্রণালয় সর্বোচ্চ ৭লাখ মে. টন ধান ক্রয় করেছি। তিনি আর বলেন, আমাদের আবাদী জমির পরিমাণ দিন দিন কমে যাচ্ছে। আগে একটি ফসল হলেও, এখন দুই থেকে তিনটি ফসল আবাদ হচ্ছে। ফলে হেক্টরপ্রতি উৎপাদন বেড়েছে অনেক গুন। আধুনিক কৃষি ব্যবস্থাপনার ফলে এ উৎপাদন সম্ভব হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয় উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের কৃষকরা প্রকৃতির সাথে যুদ্ধ করে প্রকৃতিকে জয় করতে পেরেছে। বিশ্ব খাদ্য দিবস ২০১৭ উপলক্ষে আয়োজিত সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ড. আব্দুল মান্নান আকন্দ, সাবেক উপাচার্য, বঙ্গবন্ধু কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি) এর নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. ভাগ্য রানী বণিক। কৃষি মন্ত্রণালয় ও অধীনস্থ বিভিন্ন সংস্থার উর্দ্ধতন কর্মকর্তাবৃন্দ, আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ, বিজ্ঞানী, গণমাধ্যমকর্মী প্রমুখ সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন। উল্লেখ্য বিশ্বব্যাপী খাদ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও) দীর্ঘদিন কাজ করে চলেছে। ১৯৭৯ সালে এ সংস্থার ২০তম সাধারণ সভায় হাঙ্গেরির বিজ্ঞানী ড. পল রোমানি বিশ্বব্যাপি খাদ্য দিবস পালনের প্রস্তাব করেন। তার প্রস্তাবের পর ১৯৮১ সাল থেকে প্রতি বছর খাদ্য ও কৃষি সংস্থার জন্মদিন ১৬ অক্টোবর বিশ্ব খাদ্য দিবস পালিত হয়ে আসছে। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (এফএও) জন্ম ১৯৪৫ সালে। ■

বিএআরআই
# সংবাদ
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের ত্রৈমাসিক মুখপত্র

## কেন্দ্রীয় গবেষণা পর্যালোচনা ও কর্মসূচি প্রণয়ন কর্মশালা ২০১৭

*ফুল বিভাগের স্টল পরিদর্শন করছেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী, এমপি*

*কৃষি প্রযুক্তি হাতবই-এর মোড়ক উন্মোচন পরবর্তী প্রদর্শন করছেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী, এমপি*

*প্রথম পৃষ্ঠার পর*

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল এর নির্বাহী চেয়ারম্যান, ড. ভাগ্য রানী বণিক। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বিএআরআই এর গবেষণা কার্যক্রম ও সাফল্যের ওপর সংক্ষিপ্ত উপস্থাপনা করেন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের পরিচালক (গবেষণা) ড. মো. লুৎফর রহমান। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিএআরআই-এর পরিচালক (সেবা ও সরবরাহ) ড. বীরেশ কুমার গোস্বামী এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ) ড. পরিতোষ কুমার মালাকার। কর্মশালায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিএআরআই-এর অবসরপ্রাপ্ত মহাপরিচালকবৃন্দ, পরিচালকবৃন্দ, মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তাবৃন্দ, বিভিন্ন কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ এবং সরকারী ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিসহ প্রায় ৫০০ জন। ■

## পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন

*মো. আলাউদ্দিন খান*

মো. আলাউদ্দিন খান, ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, মসলা গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএআরআই), শিবগঞ্জ, বগুড়া সম্প্রতি হাজী মোহাম্মাদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (হাবিপ্রবি), দিনাজপুর, বাংলাদেশ হতে উদ্যানতত্ত্ব বিষয়ে পিএইচ.ডি. ডিগ্রি অর্জন করেছেন। তাঁর গবেষণা প্রবন্ধের শিরোনাম "Integrated Crop Management For Quality Seed Production Of Onion"| জনাব খান, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (BAU), ময়মনসিংহ, বাংলাদেশ-এর উদ্যানতত্ত্ব বিভাগের আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন প্রফেসর ড. এম. এ. রহিম এর তত্ত্বাবধানে তাঁর গবেষণা কার্যক্রম সম্পাদন করেন। হাজী মোহাম্মাদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যানতত্ত্ব বিভাগের প্রফেসর টি. এম. টি. ইকবাল ছিলেন তাঁর গবেষণা কার্যক্রমের সহযোগী তত্ত্বাবধায়ক। তিনি " বিএআরআই এর গবেষণা ও গবেষণা অবকাঠামো উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ" প্রকল্পের বৃত্তি নিয়ে তার গবেষণা কর্যক্রম সম্পন্ন করেন। ড. খান কর্তৃক অর্জিত গবেষণা ফলাফলের লব্ধজ্ঞান বাংলাদেশে পিঁয়াজের মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন বৃদ্ধিতে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। ■

*মো. মাহবুবুর রহমান*

মো. মাহবুবুর রহমান, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (কীটতত্ত্ব), আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউ (বারি), রহমতপুর, বরিশাল সম্প্রতি Andong National University, South Korea, থেকে Behavioral control tactic of insect pests বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। তাঁর গবেষণার শিরোনাম ছিল 'Ecological evaluation of behavioral control tactic against Riptortus pedestris (Hemiptera: Alydidae) in soybean field'। তিনি Dr. Un Taek Lim, Professor, Andong National University, South Korea এর তত্ত্বাবধানে এই গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করেন। ড. রহমান Brain Korea (BK 21 plus) এর বৃত্তি নিয়ে দক্ষিণ কোরিয়া তে এই গবেষণা কাজ সম্পূর্ণ করেন। তাঁর গবেষণার একটি অংশ বিখ্যাত SCI জার্নাল PLoS One (Impact Factor 3.54) এ প্রকাশিত হয়। তাছাড়াও তাঁর গবেষণা কর্ম বিখ্যাত জার্নাল Journal of Economic Entomology (IF-1.82), and Applied Entomology and Zoology (IF-0.88) তে প্রকাশিত হয়েছে। তার গবেষণার দুটি অংশ তিনি ৬২তম ও ৬৩তম Annual Meeting of Entomological Society of America তে উপস্থাপন করেন। এছাড়াও তিনি তার গবেষণার কিছু অংশ Korean Society of Applied Entomology Gi Conference এ উপস্থাপন করেন। উক্ত গবেষণামূলক নিবন্ধ উপস্থাপনের জন্য তিনি Excellent Student Award-2016 এ ভূষিত হন। তার গবেষণালব্ধ জ্ঞান বাংলাদেশের বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকার ফেরমন based দমন ব্যবস্থাপনা উদ্ভাবনে ও খাদ্য নিরাপত্তায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। ■

*শ্যামল ব্রক্ষ*

শ্যামল ব্রক্ষ, ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, আঞ্চলিক মসলা গবেষণা কেন্দ্র, বিএআরআই, জয়দেবপুর, গাজীপুর সম্প্রতি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ থেকে মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগ থেকে সাফল্যের সঙ্গে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। তার গবেষণার শিরোনাম "Integrated Nutrient Management for Sustainable Yield and Storability of Onion"। তিনি উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসর ড. মো. আবুল হাশেম এর তত্ত্বাবধানে গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করেন। তার গবেষণা কাজে সহযোগী তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে ছিলেন উদ্যানতত্ত্ব বিভাগের প্রফেসর ড. এম এ রহিম। তিনি NATP Phase-১, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল এর অর্থায়নে গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করেন। তার গবেষণা ফলাফল বাংলাদেশে পেঁয়াজের উৎপাদন বৃদ্ধি ও দীর্ঘদিন সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। ■

বিএআরআই
সংবাদ
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের ত্রৈমাসিক মুখপত্র

# কৃষি পদক

*মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হাত থেকে জাতীয় কৃষি পদক গ্রহণ করছেন ড. মো. নাজিরুল ইসলাম*

*মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হাত থেকে জাতীয় কৃষি পদক গ্রহণ করছেন ড. মো. শরফ উদ্দিন*

*অষ্ঠম পৃষ্ঠার পর*

সকল কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন এবং কৃষি উৎপাদন সংশ্লিষ্টদের উৎসাহিত করার জন্য ১৯৭৩ সনে 'বঙ্গবন্ধু পুরস্কার তহবিল' গঠন করেছিলেন। তাঁর এ সিদ্ধান্তটি ছিল বাস্তবসম্মত দূরদর্শী ও সময়োপযোগী। যার ফলে দেশ আজ খাদ্যে উদ্বৃত্ত এবং কৃষিতে সমৃদ্ধ। তিনি বলেন, বর্তমান সরকারের কৃষিবান্ধব নীতি ও পরিকল্পনা গ্রহণের ফলে খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের পাশাপাশি টেকসই কৃষি প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত হয়েছে। কৃষি উন্নয়ন ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ বিশ্বের রোল মডেল। তিনি আরও বলেন, বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকেই কৃষির উন্নতির জন্য বহুমুখী বাস্তব কর্মসূচি গ্রহণ, কৃষি উপকরণ সহজলভ্য করা, কৃষি বিষয়ক গবেষণা কাজে উৎসাহ প্রদান এবং কৃষকদের পাশে থেকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের ফলে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়েছে। বর্তমান সরকারের সময়ে কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয়ে প্রণোদনা প্রদান, শস্যবিন্যাসের উন্নতকরণ, ভূউপরিস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধি, বিভিন্ন প্রতিকূলতা সহনশীল জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন, প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে রোগবালাই দমন, দক্ষিণাঞ্চলে উপযোগী ফসলের আবাদ বৃদ্ধি, কৃষি উপকরণ কার্ড বিতরণসহ বিভিন্ন পদক্ষেপ ও সাফল্য তুলে ধরেন। তিনি বলেন, 'এসব পদক্ষেপের কারণে আমরা খোরপোষের কৃষি থেকে বাণিজ্যিক কৃষির দিকে যাত্রা করেছি'। মাননীয় কৃষিমন্ত্রী 'বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার' কৃষি উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে বলে উল্লেখ করে আশা প্রকাশ করেন, সবার ঐকান্তিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে ক্ষুধা, অপুষ্টি, দারিদ্রমুক্ত বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠিত হবে। কৃষি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ্ বলেন, কৃষি উন্নয়নের সাথে সংশ্লিষ্টদের উৎসাহিত করাই বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার প্রদানের প্রধান উদ্দেশ্য। তিনি আরো উল্লেখ করেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রবর্তিত এ পুরস্কার প্রদানকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার জন্য পরবর্তীতে 'বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার তহবিল আইন-২০০৯' প্রণয়ন করা হয়। এ কার্যক্রমকে আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে সম্প্রতি 'বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার ট্রাস্ট আইন ২০১৬' প্রণয়ন করা হয়েছে। এ আইনের আওতায় এবারই প্রথম এ পুরস্কার প্রদান করা হলো। সরকারের এ শুভ প্রচেষ্টায় 'বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার ১৪২১ ও ১৪২২' বিজয়ীরা অনুপ্রাণিত হবেন এবং অন্যরাও উৎসাহিত হবেন বলে তিনি প্রত্যাশা রাখেন। ১৪২১ বঙ্গাব্দে স্বর্ণপদকপ্রাপ্তদের মধ্যে রয়েছেন- কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর; কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামের জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম চৌধুরী; পাবনার আটঘরিয়ার জনাব মোঃ আব্দুল খালেক; নীলফামারীর ডোমারের অন্নপূর্ণা এগ্রো সার্ভিস; পাবনার ঈশ্বরদীর মোছাঃ বেলী বেগম। ১৪২১ বঙ্গাব্দে রৌপ্যপদক বিজয়ীরা হচ্ছেন- রাজবাড়ী সদরের উপজেলা কৃষি অফিসার জনাব মোঃ রকিব উদ্দিন; নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার গাউছুল আজম বাবা ভান্ডারী বহুমুখী খামার লিমিটেড; কুমিল্লার হোমনা উপজেলার জনাব মোঃ লাল মিয়া; ময়মনসিংহের ত্রিশাল উপজেলার জনাব মোঃ আজিম উদ্দিন; টাঙ্গাইল সদরের উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা জনাব মোঃ ওসমান গনি; রাজশাহী গোদাগাড়ী উপজেলার বেগম আদরী মার্ডি; পাবনার ঈশ্বরদী উপজেলার জনাব মোঃ আব্দুল বারী; কুমিল্লা চৌদ্দগ্রামের জনাব মোঃ আবুল কাশেম; খাগড়াছড়ি সদরের জনাব সুজন চাকমা। ১৪২১ বঙ্গাব্দে ব্রোঞ্জপদক বিজয়ীরা হচ্ছেন- রাজশাহীর তানোরের জনাব নূর মোহাম্মদ; সিলেটের জনাব আব্দুল হাই আজাদ বাবলা; খুলনার ডুমুরিয়ার জনাব সুরেশ্বর মলিক; যশোর সদরের জনাব মোঃ আব্দুল ওয়াহিদ সরদার; কুমিল্লার দাউদকান্দির জনাব মোঃ এম এ মতিন (মতিন সৈকত); মেহেরপুর সদরের মোছাঃ জান্নাতুল ফেরদাউস; নরসিংদীর রায়পুরার জনাব রিয়াজুল ইসলাম সরকার; ময়মনসিংহের গফরগাঁওয়ের জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম; পিরোজপুরের ভান্ডারিয়ার জনাব মোঃ আবু বকর ছিদ্দিক; ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইলের জনাব মোহাম্মদ গোলাম মোস্তফা; পাবনার ঈশ্বরদীর বেগম মাহফুজা খানম সীমা; খুলনার বটিয়াঘাটার উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা জনাব সরদার আব্দুল মান্নান; গাইবান্ধার সাঘাটার জনাব মোঃ আমির হোসেন; নওগাঁ সদরের জনাব মোঃ সালাহ্ উদ্দিন উজ্জ্বল; জয়পুরহাট সদরের উপজেলা কৃষি অফিসার জনাব মোঃ সেরাজুল ইসলাম (সাজু), জামালপুর সদরের জনাব মোঃ ইজাদুর রহমান; খুলনার ডুমুরিয়ার জনাব অশোক বৈরাগী ও কুষ্টিয়ার ভেড়ামারার জনাব মোঃ শাহিনুর রহমান। ১৪২২ বঙ্গাব্দে স্বর্ণপদকপ্রাপ্তদের মধ্যে রয়েছেন- বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর; সিলেট সদরের জনাব মোঃ আব্দুল বাছিত সেলিম; শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মোঃ শহীদুর রশীদ ভূঁইয়া; রংপুর সদরের কৃষিবিদ নাজমুন নাহার। ১৪২২ বঙ্গাব্দে রৌপ্যপদক বিজয়ীরা হচ্ছেন- বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড. মোঃ আব্দুস সালাম; ঝিনাইদহ সদরের বেগম ফারজানা ববি বিশ্বাস; নাটোর সদরের আলহাজ্ব মোঃ আলফাজুল আলম; যশোরের জনাব শেখ আফিল উদ্দিন এমপি; চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গার জাকির এন্ড ব্রাদার্স; নোয়াখালীর বেগমগঞ্জের জানাব মাছুদুল হক চৌধুরী; চট্টগ্রামের রাউজানের জনাব এ বি এম ফজলে করিম চৌধুরী এমপি; বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের কৃষিবিদ ড. মোঃ শরফ উদ্দিন; বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের ড. মোঃ নাজিরুল ইসলাম। ১৪২২ বঙ্গাব্দে ব্রোঞ্জপদক বিজয়ীরা হচ্ছেন- কুমিল্লার হোমনার উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ মোঃ জুলফিকার আলী; দিনাজপুরের পার্বতীপুরের গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র (জিবিকে); সাতক্ষীরার কলারোয়ার জনাব মোঃ ইউনুস আলী; কিশোরগঞ্জের জনাব সৈয়দ নূরুল আউয়াল তারা মিঞা; কুমিল্লার নাঙ্গলকোটের জনাব জালাল আহম্মদ; ঝিনাইদহের কালীগঞ্জের জনাব মোঃ হেলাল উদ্দীন; ঝিনাইদহের কালীগঞ্জের কার্ড মহিলা সমিতি (সেন্টার ফর এগ্রিকালচার এন্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট); সাতক্ষীরা সদরের বেগম শাহানা সুলতানা; সিলেটের বিশ্বনাথের মোছাঃ রুবা খানম; গাজীপুরের শ্রীপুরের জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেন; পাবনার ঈশ্বরদীর জনাব এস এম রবিউল ইসলাম; সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুরের বেগম এলিজা খান; কৃষি তথ্য সার্ভিসের জনাব মোঃ আবু সায়েম; জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেপুটি রেজিস্ট্রার কৃষিবিদ ড. মোঃ হুমায়ুন কবীর; ঢাকার নবাবগঞ্জের বেগম মায়া রাণী বাউল; বান্দরবান সদরের তরঙ্গ; চট্টগ্রামের পটিয়ার জনাব মোঃ হারুন; কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর পাবনার উপপরিচালক জনাব বিভূতি ভূষণ সরকার। ■

বিএআরআই
সংবাদ
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের ত্রৈমাসিক মুখপত্র

# যথাযোগ্য মর্যাদায় জাতীয় শোক দিবস পালন

*জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান*

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের সদর দপ্তর প্রাঙ্গণে যথাযোগ্য মর্যাদা ও ভাবগাম্ভির্যের মধ্য দিয়ে ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস ২০১৭ পালন করা হয়। দিবসের শুরুতে কালো পতাকা উত্তোলন এবং জাতীয় পতাকা অর্ধনমিতকরণের মধ্য দিয়ে দিবসের কর্মসূচি শুরু হয়। দিবসের কর্মসূচির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে শোক র‍্যালি ও মিলাদ মাহফিল। ইনস্টিটিউটের কাজী বদরুদ্দোজা মিলনায়তনে দিবসটির তাৎপর্য তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন মহাপরিচালক, পরিচালকবৃন্দসহ বিজ্ঞানী, কর্মকর্তা, কর্মচারীবৃন্দ। এছাড়া, জামে মসজিদে যোহর বাদ মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। মিলাদ মাহফিলে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, তাঁর সাথে পরিবারের অন্যান্য আত্মীয়স্বজনসহ সকল শহীদের রুহের মাগফেরাত কামনা করে মোনাজাত করা হয়। মিলাদ মাহফিল শেষে দুঃস্থ, কাঙ্গালীসহ সকলের মাঝে খাবার বিতরণ করা হয়। ■

# ৭ ই মার্চের ভাষণ

*বিএআরআই মহাপরিচালক ড. আবুল কালাম আযাদ এর নেতৃত্বে বর্ণাঢ্য র‍্যালি যাত্রা*

*বর্ণাঢ্য র‍্যালির শুভ সূচনা করছেন বিএআরআই-এর মহাপরিচালক ড. আবুল কালাম আযাদ*

*প্রথম পৃষ্ঠার পর*

এমওডব্লিউ হচ্ছে বিশ্ব ইতিহাস ও ঐতিহ্যের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার তালিকা। বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এভাবেই ইউনেস্কো সংরক্ষণের চেষ্টা করে সভ্যতা সংস্কৃতির দলিল হিসেবে যে দেশের যে ঘটনা [দলিল] যা সংরক্ষণের ঘোষণা হয়, সে দেশের ওপরও সেটি সংরক্ষণ ও প্রচারের দায়িত্ব বর্তায়। এ পর্যন্ত ঘোষিত এমওডব্লিউর সংখ্যা ৪২৭। এ তালিকায় গত ৩০ অক্টোবর ইউনেস্কোর মেমোরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড এর পরামর্শক সভা বাংলাদেশের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চের বক্তৃতা তালিকাভুক্ত করার ঘোষণা দিয়েছে। অর্থাৎ বিশ্ব মানব পরবর্তী সময়ে এ বক্তৃতাটি সভ্যতার-সংস্কৃতির অন্যতম নথি হিসেবে সংরক্ষণ করবে। এ ধরনের স্মারক সংরক্ষণের জন্য প্রতিটি দেশই আবেদন করতে পারে। পরামর্শক সভা যাচাই বাছাইয়ের পর তা সংরক্ষণের পরামর্শ দেয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের বক্তৃতা সংরক্ষণের ঘোষণা বাংলাদেশের জন্য গৌরব বয়ে এনেছে। বঙ্গবন্ধু একটি দেশ উপহার দিয়েছেন। তাঁর ভাষণের গৌরব এখন বাংলাদেশ বহন করবে, এটি বাংলাদেশের অর্জন হিসেবেই বিবেচিত হবে। এর যথার্থ মর্যাদা দেয়ার দায়িত্ব এখন প্রতিটি সরকারের, প্রতিটি প্রজন্মের। যে সরকার বা যে প্রজন্ম তা গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করবে না সে সরকার বা প্রজন্ম বিশ্ব সভ্যতা সংস্কৃতির মাপকাঠিতে জায়গা পাবে না। দিনের শুরুতে মহাপরিচালক মহোদয়ের নেতৃত্বে বিএআরআই এর সকল বিজ্ঞানী, কর্মকর্তা, কর্মচারী এবং শ্রমিকবৃন্দ র‍্যালির মাধ্যমে ইনস্টিটিউট এর প্রশাসনিক ভবনের সামনে থেকে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় যাত্রা করেন। এরপর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্প স্তবক অর্পণ করা হয়। এরপরে আবারও র‍্যালি বিএআরআই ক্যাম্পাসে এসে শেষ হয়। ইনস্টিটিউটের সকল বিজ্ঞানী, কর্মকর্তা, কর্মচারী, শ্রমিকবৃন্দের অংশগ্রহণের মাধ্যমে কাজী বদরুদ্দোজা মিলনায়তনে ৭ই মার্চের তাৎপর্য তুলে ধরে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনায় বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণের তাৎপর্য তুলে ধরেন প্রধান অতিথি ইনস্টিটিউট মহাপরিচালক ড. আবুল কালাম আযাদ। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন পরিচালক (পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন) মো. শোয়েব হাসান, পরিচালক (গবেষণা) ড. মো. লুৎফর রহমান, পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ) ড. পরিতোষ কুমার মালাকার, বিএআরআই বিজ্ঞানী সমিতির সভাপতি ড. মো. আক্কাছ আলী, সাধারণ সম্পাদক ড. মো. শহিদুজ্জামান এবং অন্যান্য বিজ্ঞানীবৃন্দ। ■

বিএআরআই
সংবাদ
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের ত্রৈমাসিক মুখপত্র

# অক্টোবর-ডিসেম্বর প্রান্তিকে কৃষক ভাইদের করণীয়

শরৎ শুভ্র শুভেচ্ছা সবাইকে। আসছে রবি মৌসুম নানা রকম শাকসবজি ও ফসলের পসরা সাজিয়ে। ঋতু বৈচিত্র্যে ভরা বাংলাদেশের এ মৌসুমে দেখা যায় সবজি ও ফসলের বৈচিত্র্যময় সম্ভার। সুপ্রিয় কৃষক কৃষাণী ভাই বোনেরা, এখন থেকেই প্রস্তুতি নিতে থাকুন। আসুন তবে পরিচিত হই বিএআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত শীতকালীন ফসল ও সবজির বিভিন্ন জনপ্রিয় জাতের সাথে।

**গম:** গম গবেষণা কেন্দ্র, বিএআরআই কর্তৃক এ পর্যন্ত ৩২টি গমের জাত উদ্ভাবিত হয়েছে। এদের মধ্যে সৌরভ (বারি গম - ১৯), গৌরব (বারি গম - ২০), শতাব্দী (বারি গম - ২১), সুফী (বারি গম - ২২), বিজয় (বারি গম - ২৩) ও প্রদীপ (বারি গম - ২৪) বারি গম ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ও ৩০ অন্যতম। এ জাতগুলি উচ্চ ফলনশীল এবং রোগপ্রতিরোধক্ষম। এ জাতগুলি তাপ সহিষ্ণু তাই দেরিতে বপনেও ভাল ফলন দেয়। নতুন জাতগুলি উপযুক্ত ও নাবীতে বপনে কাঞ্চনের চেয়ে ১০% বেশি ফলন দেয়। এ জাতগুলি পরিবেশ ও ব্যবস্থাপনাভেদে ৩.৫-৫.২ টন/হেক্টর ফলন দিতে পারে। এদের জীবনকাল ১০৫-১১২ দিন। দানা সাদা তাই পুরাতন জাত যেমন - কাঞ্চন, প্রতিভা ইত্যাদি পরিহার করে নতুন জাত চাষ করে কৃষকেরা অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হবেন। বিএআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত আরও দুটি উচ্চ ফলনশীল গমের জাত হলো বারি গম ৩১ ও বারি গম ৩২। অক্টোবর (আশ্বিন কার্তিক) মাসে গমের জমি তৈরির কাজ শুরু হয়। কার্তিক মাসের মাঝামাঝি থেকে গম বীজ বোনা শুরু হয়। উঁচু ও মাঝারি উঁচু বৃষ্টি বা সেচের পানি জমে থাকে না, অধিক লবণাক্ত নয় এ রকম জমি গম চাষের জন্য উপযোগী। গম বীজ বপনের পূর্বে পাওয়ার টিলার চালিত যন্ত্রের সাহায্যে জমি চাষ করে নিন। ৪/৫টি চাষ ও মই দিয়ে মাটি ঝুরঝুরা করে জমি তৈরি করে নিন। জমিতে সুষম সার সঠিক পদ্ধতিতে ব্যবহার করুন। এ পর্যায়ে প্রতি একর জমিতে ইউরিয়া প্রয়োগের সময় ৬০/৭০ কেজি এবং জিপসাম ৪৫/৫০ কেজি ব্যবহার করুন। চাষের আগে হেক্টরপ্রতি ৩-৪ টন গোবর/কম্পোস্ট সার জমিতে সমানভাবে ছিটিয়ে দিন। হেক্টরপ্রতি ১২০ থেকে ২৪০ কেজি বীজ সমানভাবে ছিটিয়ে বা সারিতে বপন করুন । গমের চারা তিন পাতা বিশিষ্ট হলে হেক্টরপ্রতি ৩০ কেজি ইউরিয়া উপরি প্রয়োগ করুন । গমের বয়স যখন ৫৫- ৬০ দিন অর্থাৎ গমের শীষ বের হওয়ার সময় ক্ষেতে একটি সেচ দিতে পারেন। এতে গমের ফলন বৃদ্ধি পাবে। এ সময় ক্ষেতে ইঁদুরের উপদ্রব হলে দমন অত্যন্ত জরুরি। জমির আইল পরিষ্কার করা, গর্তে পানি ঢালা, ধোঁয়া দিয়ে ফাঁদ পাতা বা রাসায়নিক প্রয়োগের মাধ্যমে ইঁদুর দমন করা যেতে পারে।

**আলু:** ভাতের বিকল্প খাবার হিসেবে এখন আলুকে বিবেচনা করা হচ্ছে। বাংলাদেশে আবাদি এলাকার বিবেচনায় গমের পরেই আলুর স্থান। আলুতে সুষম সার প্রয়োগ অত্যাবশ্যক। সুষম সার প্রয়োগ করলে আলুর উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। উৎপাদিত বীজ আলুর গুণগত মান ভাল হয়। গাছে কোন খাদ্যোপাদানের অভাবজনিত লক্ষণ সৃষ্টি হলে ভাইরাস রোগ নির্ণয় কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। আলু চাষের জন্য পরিমাণমতো সার প্রয়োগ করা প্রয়োজন। পচা গোবর ১০ টন/হেক্টর, ইউরিয়া ৩৫০ কেজি/হেক্টর, টিএসপি ২২০ কেজি/হেক্টর, এমপি ২৬০ কেজি/হেক্টর, জিংক সালফেট ১২ কেজি/হেক্টর, জিপসাম ১২০ কেজি/হেক্টর, বোরিক এসিড ৬ কেজি/হেক্টর। এঁটেল মাটি ছাড়া সব রকম মাটিতেই আলু চাষ হয়। মধ্য-কার্তিক থেকে অগ্রহায়ণের শেষ পর্যন্ত বীজ বপন করা যায়। বীজ বপনে যত দেরি হবে ফলনে তত দেরি হবে। জমিকে ভালভাবে ৪-৫ বার মই দিয়ে মাটিকে মিহি করে আগাছা পরিষ্কার করে জমি তৈরি করুন। পানি সেচের ব্যবস্থা রাখুন। মাঝারি আকারের আলু বীজ ১.৫০ টন/হেক্টর লাগবে।

**ভুট্টা:** ভুট্টা সারা বছরের খাদ্য, পুষ্টি ও জ্বালানির চাহিদা পূরণ করে। এটি তৃতীয় দানাদার ফসল হিসেবে বিবেচিত। বর্তমানে ভুট্টার ব্যবহার ব্যাপকভাবে বেড়েছে, ফলে এর আবাদও অনেক বেড়ে গিয়েছে। হাইব্রিড ভুট্টার ফলন অনেক বেশি। তাই হাইব্রিড ভুট্টার আবাদ করা লাভজনক। বারি কর্তৃক উদ্ভাবিত ভুট্টার জাত হচ্ছে- বারি হাইব্রিহ ভুট্টা- ৫, হাইব্রিড ভুট্টা- ৭, হাইব্রিড ভুট্টা- ৮, হাইব্রিড ভুট্টা- ৯, হাইব্রিড ভুট্টা-১০, হাইব্রিড ভুট্টা- ১১। জাতভেদে এদের ফলন হেক্টরপ্রতি ৮.০-১০.৫ টন পর্যন্ত হতে পারে। কৃষক ভাই, হাইব্রিড ভুট্টার ফলন বেশি হওয়ায় সারের পরিমাণ মুক্ত পরাগায়িত ভুট্টার চেয়ে বেশি লাগে। প্রতি হেক্টর জমিতে ইউরিয়া ৫০০-৫৮০ কেজি, টিএসপি ২৬০-৩০০ কেজি, এমপি ১৮৫-২১০ কেজি, জিপসাম ২১০-২৩৫০ কেজি, জিংক সালফেট ১২-১৫ কেজি, বরিক এসিড ৫-৮ কেজি এবং গোবর সার ৪.৫-৫.০ টন প্রয়োজন হবে। কৃষক ভাই ও বোনেরা, শীতকালীন শাকসবজি চাষ করে লাভবান হউন, পরিবারের পুষ্টি চাহিদা পূরণ করুন । বাড়ির আশেপাশে সামান্যতম উঁচু পতিত জায়গা যদি থাকে যেখানে রোদ পড়ে, সেখানে শাকসবজি চাষের জন্য নির্বাচন করুন । আসুন শাকসবজি চাষাবাদের পাশাপাশি নিজেদের খাদ্য ও পুষ্টি চাহিদা মেটাতে বিভিন্ন ফসলাদির সাথে বিভিন্ন জাতের ফলমূলের চাষ সম্প্রসারণে আরও বেশি উদ্যোগী হই। দেশকে ক্ষুধা, অপুষ্টি এবং দারিদ্যের হাত থেকে রক্ষা করি।

**সবজি:** সুস্থ সবল জীবনের জন্য প্রতিদিন পরিমিত পরিমাণ বিভিন্ন ধরনের সবজি খাওয়া অপরিহার্য। পুষ্টি চাহিদা মেটানো ও অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতার জন্য বিএআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত উচ্চ ফলনশীল সবজিগুলোর জাত সম্পর্কে জেনে নেই।

**মুলা:** মুলা বপনের সময় মধ্য-সেপ্টেম্বর থেকে মধ্য-নভেম্বর।

**বারি মুলা-১:** উচ্চ ফলনশীল জাত। মুলা দেখতে ধবধবে সাদা ও বেলুনাকৃতি। পাতায় শুং থাকে না বলে শাক হিসেবে খাওয়া যায় এবং বোনার ৪০-৫০ দিন পর থেকেই সংগ্রহ করা যায়।

**বারি মুলা-২(পিংকী):** মুলা নলাকৃতি এবং লালচে রঙের, পাতায় শুং থাকে না। খেতে সুস্বাদু এবং একটু ঝাঁঝালো। ৪০-৫০ দিন পর সংগ্রহ করা যায়, তবে ৭০ দিন পর্যন্ত সংগ্রহ করা সম্ভব।

**বারি মুলা-৩ (দ্যুতি):** এটি একটি উচ্চ ফলনশীল জাত। রোগ ও পোকার আক্রমণ প্রতিরোধী। ৪০-৫০ দিনের মধ্যেই খাবার উপযুক্ত হয়।

**বারি মুলা-৪:** নলাকৃতি ধবধবে সাদা বর্ণের। বাংলাদেশের সর্বত্র জাতটি চাষ করা যায়। পাতা খাঁজকাটা বিশিষ্ট (জাপানিজ মিনো আরশি টাইপ)।

প্রতিটি মুলার গড় ওজন ৭০০-৮০০ গ্রাম। জীবনকাল ৬০-৭০ দিন। হেক্টরপ্রতি গড় ফলন ৬৫-৭০ টন।

**টমেটো:** টমেটোর উদ্ভাবিত জাতগুলোর মধ্যে বারি টমেটো-২ (রতন), বারি টমেটো-৩ এর ফলন হেক্টরপ্রতি ৮৫-৯০ টন। বারি টমেটো-৪ ও বারি টমেটো-৫ উন্নত পদ্ধতিতে চাষ করলে বর্ষা মৌসুমে ফলন হেক্টরপ্রতি ২০-২২ টন পাওয়া যায়। বারি টমেটো-৬ (চৈতি) এবং বারি টমেটো-৯ (লালিমা) এর ফলন হেক্টরপ্রতি ৮৫-৯০ টন। বারি টমেটো-৭ (অপূর্ব) এর ফলন হেক্টরপ্রতি ১০০-১০৫ টন। বারি টমেটো- ৮ (শিলা) এর ফলন হেক্টরপ্রতি ৯০-৯৫ টন। কৃষক ভাই ও বোনেরা আপনারা উচ্চ ফলনশীল বারি হাইব্রিড টমেটো- ৫, বারি হাইব্রিড টমেটো -৬, বারি টমেটো -১৪, বারি টমেটো -১৫ আবাদ করে বেশি লাভবান হতে পারেন।

**ফুলকপি:** বারি ফুলকপি -১ (রূপা) বীজ বপনের সময় মধ্য-আগস্ট থেকে মধ্য-অক্টোবর এবং মধ্য-নভেম্বর থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত চারা রোপণ করা যায়।

**বাঁধাকপি:** বারি বাঁধাকপি-১ (প্রভাতী) ও বারি বাঁধাকপি -২ (অগ্রদূত) মধ্য-আগস্ট থেকে অধ্য-অক্টোবর এবং মধ্য-অক্টোবর থেকে মধ্য-নভেম্বর পর্যন্ত বীজ ও চারা রোপণ করা যেতে পারে। ফলন যথাক্রমে হেক্টরপ্রতি ৫০-৬০ টন ও ৫৫-৫৬ টন। ■

বিএআরআই
সংবাদ
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের ত্রৈমাসিক মুখপত্র

# কৃষি পদক

কৃষি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ও অনুকরণীয় অবদানের জন্য রাষ্ট্রীয় সর্বোচ্চ সম্মাননা 'বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার'। বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের পরপরই ১৯৭৩ সালে দূরদৃষ্টি সম্পন্ন আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি উন্নয়নে অনুপ্রেরণা জোগাতে এ পুরস্কার প্রবর্তন করেন। এরই ধারাবাহিকতায় এবার বঙ্গাব্দ ১৪২১ ও ১৪২২ এর পুরস্কার একসঙ্গে দেওয়া হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৬ জুলাই ২০১৭ রবিবার রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে কৃষি খাতে সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় এ পুরস্কার প্রদান করেন। কৃষি মন্ত্রণালয় আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বঙ্গবন্ধু কৃষি পুরস্কার তহবিলের বোর্ড অব ট্রাস্টিজের চেয়ারম্যান ও মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী এমপি। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী আনোয়ার হোসেন মঞ্জু এমপি। কৃষি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ্ পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানের কার্যক্রম পরিচালনা করেন। বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার ১৪২১ ও ১৪২২ প্রদান অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্বাধীনতার মহান স্থপতি ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ পুনর্গঠনে বঙ্গবন্ধু কৃষিকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন। সদ্য স্বাধীন দেশকে কৃষিতে স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে সংশিষ্টদের উৎসাহ প্রদানের জন্য জাতির পিতা ১৯৭৩ সালে জাতীয় কৃষি পুরস্কার প্রবর্তন করেন। বঙ্গবন্ধু কৃষি উন্নয়নের যে জয়যাত্রা শুরু করেছিলেন বর্তমান সরকার তা অনুসরণ করে সে অগ্রযাত্রাকে অব্যাহত রেখেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন, ১৯৯৬ সালে সরকার গঠনের পর আমরা কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থাকে আধুনিক এবং সুসংগঠিত করার ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করি। ফলে মাত্র ৪ বছরের মধ্যে বাংলাদেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়। বাংলাদেশকে আমরা ২০০১ সনে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ রেখে দায়িত্ব হস্তান্তর করি তবে ২ বছরের মধ্যেই সে বাংলাদেশ আবার খাদ্য ঘাটতির দেশে পরিণত হয়। তিনি বলেন, আমরা চাই ক্ষুধা দারিদ্র্যমুক্ত, খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ, সুখী সমৃদ্ধ বাংলাদেশ। আর অন্যেরা চায় ক্ষুধায় জর্জরিত, নিপীড়িত ও খাদ্য ঘাটতির বাংলাদেশ। ২০০৫-০৬ অর্থবছরে যেখানে খাদ্যশস্যের উৎপাদন ছিল ২ কোটি ৮০ লাখ মেট্রিক টন; ২০১৫-১৬ অর্থবছরে তা ৩ কোটি ৮৮ লাখ মেট্রিক টনে উন্নীত হয়েছে। আজ আমরা আবার খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বর্তমান সরকারের সময়ে কৃষিতে গৃহীত উন্নয়ন পদক্ষেপ ও সাফল্য তুলে ধরেন। তিনি বলেন, আমরা কৃষকদের কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড চালু করি। ১০ টাকায় কৃষকের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট

*বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার পদকপ্রাপ্তদের সাথে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী*

খুলে সরকারি প্রণোদনাসহ অন্যান্য সহায়তা প্রদান করেছি। আমরা খামার যান্ত্রিকীকরণের জন্য ৩০% ভর্তুকি দিয়ে কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহ শুরু করি। বর্তমানে এ ভর্তুকি ৫০% এ উন্নীত করা হয়েছে এবং হাওড় এলাকার জন্য তা ৭০% করা হয়েছে। ফলশ্রুতিতে চাষাবাদ পদ্ধতিতে আধুনিকতার ছোঁয়া লেগেছে এবং কৃষিজ উৎপাদন ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ডাল, তেল, মসলা ও ভুট্টাসহ ২৪টি ফসল উৎপাদনে ৪% সুদে বিশেষ কৃষিঋণ চালু করা হয়েছে। কীটনাশকের ব্যবহারকে কমিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে। মাটি, জলবায়ু ও এলাকা উপযোগী ফসল নির্বাচন এবং উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য 'ক্রপ জোনিং ম্যাপ' প্রণয়ন করা হয়েছে। শস্য নিবিড়তা বৃদ্ধি করে ২-৩ ফসলের পরিবর্তে বছরে ক্ষেত্রবিশেষ সর্বোচ্চ ৪ ফসল উৎপাদন সম্ভব হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন, কৃষিবিজ্ঞানী, কৃষিবিদ ও মাঠকর্মীদের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিতেও আমরা কাজ করছি। বিসিএস কৃষি ক্যাডারের ১১৬৪টি পদসৃষ্টিসহ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরকে শক্তিশালী করা হয়েছে। বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের ২৫৭টি পদ সৃষ্টিসহ প্রধান কার্যালয় ও ৭টি আঞ্চলিক কার্যালয় নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে। এ ছাড়া বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট আইন-২০১৭, বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা) আইন, ২০১৭ প্রণয়ন করা হয়েছে। জৈব সার ব্যবহারে জনগণকে উৎসাহিত করা হচ্ছে। এ জন্য জাতীয় জৈব কৃষিনীতি ২০১৬ প্রণয়ন করা হয়েছে। ই-কৃষি প্রবর্তনে নানাবিধ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। কৃষক এখন মোবাইল এ্যাপসের মাধ্যমে কৃষি তথ্য সেবা পাচ্ছে। এ ছাড়া ইউনিয়ন ডিজিটাল কেন্দ্র ও কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্রের মাধ্যমে কৃষকগণ ই-তথ্য সেবা পাচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আরো বলেন, আমাদের সরকার কৃষিকে জীবিকা নির্বাহের স্তর থেকে লাভজনক ও বাণিজ্যিক পেশায় উন্নীত করার মাধ্যমে দারিদ্র্যবিমোচনসহ গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়নে বহুমাত্রিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এক সময় বাংলাদেশের অনেক মানুষ দুইবেলা খাবার পেত না। আজ দেশের কোথাও কেউ অনাহারে থাকে না। সম্প্রতি হাওড় এলাকায় বন্যা ও বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। বিভিন্ন প্রতিকূলতা সত্ত্বেও আমাদের উন্নয়ন থেমে নেই। আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। বাংলাদেশ এখন বিশ্বের বুকে উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। আর উন্নয়নের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি অবদান রাখছে কৃষি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে শস্য বহুমুখীকরণ, জৈব সারের ব্যবহার বৃদ্ধি, ঋতুভিত্তিক ফলের চাষ, কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প, ভূ-উপরিস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধি, ভাসমান পদ্ধতিতে সবজি চাষ, প্রাণীজ আমিষ চাহিদা পূরণে ডিম, দুধের উৎপাদন বৃদ্ধি, শিক্ষার্থীদের কৃষি তথা গ্রামের সাথে সংযোগ বৃদ্ধি প্রভৃতির ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি পদকপ্রাপ্ত সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে অভিনন্দন জানিয়ে তাঁদের সফলতা কামনা করেন। অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী আনোয়ার হোসেন মঞ্জু এমপি বলেন শেখ হাসিনার বর্তমান সরকারের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলেই দেশ আজ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। সরকারের যুগোপযোগী পদক্ষেপের ফলে শুধু কৃষিই নয় সর্বক্ষেত্রেই উন্নয়ন আজ সর্বজনবিদিত। পরিবেশ ঝুঁকিকে বিবেচনায় রেখেই সরকার বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। সভাপতির বক্তব্যে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশকে পুনর্গঠনে কৃষিকে অগ্রাধিকার দিয়ে *এর পর পৃষ্ঠা ৫*

মুখ্য সম্পাদক : ড. পরিতোষ কুমার মালাকার
সম্পাদক : মো. হাসান হাফিজুর রহমান
সহযোগী সম্পাদক : মাহবুবা আফরোজ চৌধুরী
আলোকচিত্র শিল্পী : পংকজ সিকদার

প্রকাশনায় : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
জয়দেবপুর, গাজীপুর-১৭০১
ফোন- +৮৮-০২-৪৯২৭০০৩৮
ডিজাইন ও মুদ্রণে : রীতা আর্ট প্রেস
১৩/ক/১/১, কে এম দাস লেন, ঢাকা
ফোন : ৯৫৬৪৫৪০, ৪৭১১২৭৫৬